بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ২৮ আগস্ট, ২০২৬ মোতাবেক ২৮ যহুর, ১৪০৫ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

মহানবী (সা.)-এর পতাকাকে সারা বিশ্বে উড্ডীন করার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে-সকল চেষ্টাপ্রচেষ্টা চালিয়েছেন তা তো স্পষ্ট, কিন্তু তিনি তাঁর সেই সকল সাহায্যকারীদের প্রতিও অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকতেন যারা তাঁর এই মিশনের পূর্ণতার জন্য কোনো না কোনোভাবে সাহায্য করেছেন। যেমন হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) ৪ অক্টোবর, ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের এক ইশতাহারে একটি আহ্বান জানান, যার মাঝে তিনি জামা'তের আর্থিক সাহায্য প্রদানকারী নিষ্ঠাবান সদস্যদের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এটি খোদা তা'লার রীতি যে, সকল ঐশী জামা'তের প্রাথমিক অবস্থায় চাঁদার প্রয়োজন হয়। আমাদের নবীজি (সা.)-ও বহুবার সাহাবীদের (রা.) ওপর চাঁদা ধার্য করেছেন, যার মধ্যে হযরত আবু বকর (রা.) সবচেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। সুতরাং, দৃঢ়চিত্তে কালবিলম্ব না করে (ধর্মের) সাহায্যার্থে পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। সে সময় তিনি (আ.) লঙ্গরখানার জন্য কুরবানীর আহ্বান জানিয়েছিলেন। কেননা ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার জন্য এবং তাঁর (আ.) দাবি সম্পর্কে জানার জন্য মানুষ আসত। তিনি বলেছিলেন, প্রত্যেকের নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী এই লঙ্গরখানার জন্য সাহায্য করা উচিত। আমার ইচ্ছা হলো, যদি সম্ভব হয় তবে এমন একটি ব্যবস্থা থাকা উচিত যেন আমরা লঙ্গরখানা সংক্রান্ত মাথাব্যথা থেকে মুক্ত হয়ে নিশ্চিন্তে আমাদের কাজে মগ্ন থাকতে পারি। *অর্থাৎ, তাঁর (আ.) ইসলাম প্রচারের যে কাজ ছিল, মহানবী (সা.)-এর বাণীকে সারা বিশ্বে পৌঁছে দেবার যে কাজ ছিল, সেদিকে মনোযোগ যেন আরও বেশি নিবদ্ধ করা যায়। যেসব মেহমান আসত– তিনি চাইতেন, তাদের জন্য যেন একটি পৃথক ব্যবস্থা হয়।* যারা আমাদের সাহায্য করে, তারা পরিশেষে খোদার সাহায্য লাভ করবে। আমি এই কথাটি না লিখে পারছি না– এই সাহায্য এবং প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় প্রথম স্থানে রয়েছেন আমাদের একনিষ্ঠ প্রিয় ভাই মৌলভী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব (রা.), যাকে আমি খোদার সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসি। যিনি শুধু আর্থিক সাহায্যই করেন নি বরং জাগতিক সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে, ফকিরের বেশ ধারণ করে এবং নিজ মাতৃভূমি থেকে হিজরত করে কাদিয়ানে আমৃত্যু অবস্থান গ্রহণ করেছেন এবং সব সময় উপস্থিত থাকেন। আমি যদি চাই তবে তাকে পূর্বে পাঠিয়ে দিতে পারি অথবা পশ্চিমে পাঠিয়ে দিতে পারি, অর্থাৎ ইসলামের বাণী পৌঁছে দেবার জন্য। আমার দৃষ্টিতে এরা সেই সকল মানুষ যাদের ব্যাপারে 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে এই ইলহাম রয়েছে যে:

أَصْحَابُ الصُّفَّةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا أَصْحَابُ الصُّفَّةِ

অর্থাৎ, তারা হলো সুফফার অধিবাসী, আর তোমাকে কীসে অবহিত করবে– সুফফার অধিবাসী কারা?

তাঁর পর দ্বিতীয় স্তরে রয়েছেন আমার প্রিয় ধর্মবন্ধু মৌলভী আব্দুল করীম সিয়ালকোটী সাহেব (রা.)। আর তাঁকে তো খোদা তা'লা আগে থেকেই জাগতিক পদমর্যাদা ও খ্যাতি লাভের আগ্রহ প্রদান করেন নি, তবে এখন তিনি পুরোপুরি পার্থিব চিন্তাভাবনা ছেড়ে দিয়ে

এই দ্বারে এসে বসেছেন এবং দিনরাত নিজের মেধাকে সাধ্যাতীতভাবে কাজে লাগিয়ে ধর্মের সেবা করে যাচ্ছেন। জুমুআর নামাযে তিনি কুরআন শরীফের বহু সূক্ষ্ম সত্য তত্ত্ব ও তথ্য বর্ণনা করেন এবং মুসলমানদের উপকৃত করেন। এছাড়া মৌলভী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেবের (রা.) শহরের বাসিন্দা হাকীম ফযল দীন সাহেবও (রা.) রয়েছেন এবং তিনিও প্রায় একই জায়গায় পড়ে থাকেন ও সেবায় নিয়োজিত আছেন। আর আমাদের এক নিষ্ঠাবান বন্ধু ডাক্তার বূঢ়ে খান সাহেব (রা.) পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু কৃতজ্ঞতার বিষয় হলো আরও চারজন নিষ্ঠাবান ডাক্তার, অর্থাৎ লাহোরের খলীফা রশীদউদ্দীন সাহেব (রা.), কালানৌরের ডাক্তার মির্যা ইয়াকূব বেগ সাহেব, ডাক্তার মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব এবং ডাক্তার আব্দুল হাকীম খান সাহেব আমাদের জামা'তে বিদ্যমান রয়েছেন। একইভাবে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এমন কিছু সুহৃদও রয়েছেন যারা এখানে বসতি স্থাপন করেছেন, তাদের মধ্যে মির্যা খোদা বখশ সাহেবও (রা.) রয়েছেন এবং সেইসাথে সাহেবযাদা সিরাজুল হক সাহেব সারসাভী (রা.) নিজ মাতৃভূমি সারসাওয়া থেকে হিজরত করে কাদিয়ানে চলে এসেছেন; এছাড়াও আরও অনেক বন্ধু রয়েছেন। আমরা দোয়া করি, এই সকল বন্ধুর জন্য এসব হিজরত যেন কল্যাণময় হয়।

আর মৌলভী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব (রা.) তো আমাদের এই জামা'তের এক উজ্জ্বল প্রদীপ। তিনি প্রতিদিন কুরআন শরীফ ও হাদীসের দরস দেন এবং কুরআন শরীফের এত সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও জ্ঞান বর্ণনা করেন যে, এটি যদি খোদার সাহায্য না হয়, তবে আর কী? হযরত মৌলভী সাহেব (রা.) এবং আমার ধর্মবন্ধু প্রিয় মৌলভী আব্দুল করীম (রা.) উভয়েই আন্তরিক সততার সাথে চান, কাদিয়ানেই যেন তাদের জীবন অতিবাহিত হয় এবং কাদিয়ানেই যেন তাদের মৃত্যু হয়। আর আমাদের জামা'তের সেই নিষ্ঠাবান দল যারা ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত আছেন, তাদের মাঝে মাদ্রাজের ব্যবসায়ী আমার ধর্মমিত্র শেঠ আব্দুর রহমান সাহেব (রা.) প্রশংসার দাবিদার এবং তিনি পুণ্যের অনেক সুযোগ লাভ করেছেন। আর এই বন্ধু এতটা উদ্দীপনা রাখেন যে, এত দূরে থেকেও তিনি নিকটে। আর আমাদের জামা'তের লঙ্গরখানায় অনেক সাহায্য করে থাকেন। ভালোবাসা, ঈমান ও দৃঢ় প্রত্যয়ে পরিপূর্ণ তাঁর সততাপূর্ণ ধারাবাহিক সেবাসমূহ সমগ্র জামা'তের সামর্থ্যবান লোকদের জন্য এক আদর্শস্বরূপ, কেননা এমন লোক খুবই কমই আছেন। তিনি প্রতি মাসে নিয়মিত একশত রুপি পাঠান এবং আজ পর্যন্ত বহুবার নিছক নিজের ভালোবাসা ও নিষ্ঠার প্রবল আবেগে পাঁচশত টাকা পর্যন্ত পাঠিয়েছেন। *সেই যুগে এটি একটি অনেক বড়ো অঙ্ক ছিল, যা তিনি ধর্মপ্রচারের জন্য এবং মেহমানদের দেখাশোনার জন্য পাঠাতেন।* আর মাসিক যে একশত টাকা– সেটি এর অতিরিক্ত। একইভাবে আমার ধর্মবন্ধু লাহোরের ব্যবসায়ী শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেব রয়েছেন। আমি খুব ভালোভাবে জানি, উল্লিখিত শেখ সাহেব মন-প্রাণ দিয়ে আমাদের ভালোবাসেন, এবং আমার ওপর দায়ের করা ফৌজদারি মামলাগুলোতে তিনি নিজের অনেক অর্থ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন এবং ভালোবাসার প্রবল আবেগে পাগলপারা আমার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করছেন। এখন তিনি আমাদের কাজের জন্য শত শত টাকা খরচ করে লন্ডনে অবস্থান করছেন; খোদা তা'লা তাঁকে খুব শীঘ্রই নিরাপদে ও সুস্থতার সাথে ফিরিয়ে আনুন। *এটি সেই সময়ের কথা যখন তিনি লন্ডনে গিয়েছিলেন। তিনি (আ.) বলেন,* এটিও উল্লেখ করার মতো বিষয় যে, প্রিয় ধর্মবন্ধু সরদার নবাব মুহাম্মদ আলী খান সাহেবও (রা.) ভালোবাসা ও নিষ্ঠায় অনেক উন্নতি করেছেন এবং সঠিক অর্ন্তদৃষ্টি সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি খুব শীঘ্রই নিষ্ঠা ও ভালোবাসায় ঈর্ষণীয় পর্যায়ে পৌঁছবেন। আর তিনি সর্বদা সাধ্যমতো

আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকেন এবং আশা করা যায়, তিনি এর চেয়েও বেশি খোদার পথে নিজের ধনসম্পদ উৎসর্গ করবেন। খোদা তা'লা প্রত্যেকের আমল দেখেন, আমার বলার এবং লেখার প্রয়োজন নেই। একইভাবে আরও অনেক নিষ্ঠাবান রয়েছেন, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হলো, আমি যদি নাম লিখি, *তিনি যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন– সেটির প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন,* তাহলে এটি অনেক বড়ো এক প্রবন্ধে পরিণত হবে। তাদের সবার জন্য আমি দোয়া করি– খোদা তা'লা যেন তাদের উভয় জগতের আনন্দ দান করেন। তারা খোদার জন্য যা কিছু করেন বা ভবিষ্যতে করবেন, তা সবই খোদা তা'লার দৃষ্টিতে রয়েছে।

এগুলো ছিল মহানবী (সা.)-এর সত্যনিষ্ঠ দাসের নিজ সাহায্যকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের রীতি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কারো কোনো সামান্য সেবা হলেও তার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন। যেমন হযরত মুনশী মাহবুব আলম সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমাদের পাড়ায় এক অআহমদী ছিল যে ফালুদা বানাত। হযরত সাহেব (আ.) যখন খাজা কামাল উদ্দীন সাহেবের বাড়িতে আগমন করেন তখন সেই ফালুদা প্রস্তুতকারক আমাকে বলে, আপনি আমার জন্য হুযূরের কাছ থেকে অনুমতি নিতে পারলে আমি হুযূরকে ফালুদা খাওয়াতে চাই। এ প্রেক্ষিতে তিনি হযরত আকদাস (আ.)-এর সমীপে নিবেদন করেন। হুযূর আমার আবেদন মঞ্জুর করেন। অতএব, সে সব সাজসরঞ্জাম নিয়ে সেখানে চলে আসে। হযরত সাহেব (আ.) খাজা কামাল উদ্দীনের উঠানে একটি পালঙ্কে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি পরিবেশন করি, *হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল,* তিনি তাকে ফালুদা বানাতে বলেন। এরপর সে বাইরে বসে যায় এবং এক পেয়ালা ফালুদা বানিয়ে হুযূরের সমীপে পেশ করে। হুযূর তা খান এবং পছন্দ করে বলেন, খুবই ভালো হয়েছে। এরপর সে আরও দশ-বারোটি পেয়ালা ভেতরে পাঠায় এবং সবাইকে পান করায়। তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে দেবার জন্য দুই রুপি বের করে আমাকে দেন। *সে যুগে এর অনেক মূল্য ছিল।* আমি সেই দুই রুপি নিয়ে তার কাছে যাই, (কিন্তু) সে তা নিতে অস্বীকার করে এবং আমাকে বলে, আমাকে হযরত সাহেবের সমীপে নিয়ে চলুন। কাজেই, আমি তাকে হুযূরের কাছে নিয়ে যাই। সে হযরত সাহেবের (আ.) সামনে হাত জোড় করে বলে, আমার দুই রুপির প্রয়োজন নেই। আমি উপহার হিসেবে ফালুদা পেশ করেছিলাম। তার পীড়াপীড়িতে হযরত সাহেব তাকে আর সেই রুপি দেন নি বটে, কিন্তু তার জন্য দোয়া করেন এবং **'জাযাকুমুল্লাহু আহসানাল জাযা'** বলেন। বর্ণনাকারী বলেন, সেই লোকের জন্য দোয়ার কল্যাণেই তার সন্তানেরা খুব ভালো ভালো পদে অধিষ্ঠিত রয়েছে।

হযরত মৌলভী ইবরাহীম বাকাপুরী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার সিয়ালকোট জামা'ত, যাদের মধ্যে মরহুম হযরত মীর হামিদ শাহ সাহেব (রা.), মরহুম চৌধুরী নসরুল্লাহ্ খান সাহেব (রা.) এবং এই অধমও অন্তর্ভুক্ত ছিল, হাদিয়া বা উপহারস্বরূপ হুযূরের সমীপে কিছু রুপি পেশ করে। হুযূর (আ.) সেই রুমালটি নেন যাতে রুপিগুলো বাঁধা ছিল এবং প্রথমে **'আলহামদুলিল্লাহ্'** বলেন, তারপর বলেন **'জাযাকুমুল্লাহ্'**। এতে আমাদের ঈমানে এক প্রকার উন্নতি সাধিত হয় যে, হুযূর প্রথমে খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, এরপর আমাদের জন্য দোয়া করেছেন। *আগেও একবার আমি বর্ণনা করেছি, হুযূর (আ.) বলেছেন, প্রথমে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তারপর বান্দাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।*

একটি ঘটনা হযরত যুলফিকার আলী খান গওহর সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার হুযূর (আ.) নীচের তলায় অবস্থিত বায়তুদ্ দোয়া থেকে প্রায় দশটার দিকে বের হন, কেননা তিনি মেহেদি লাগিয়েছিলেন; বায়তুদ দোয়া সংলগ্ন একটি ছোট্ট কক্ষ ছিল। *দাড়ি এবং মাথার*

চুলে রং লাগিয়েছিলেন, কলপ লাগিয়েছিলেন; সে যুগে মেহেদি লাগানো হতো, তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তা লাগাতেন। উঠানের দিকে এর একটি দরজা খুলত এবং আরেকটি আমার কক্ষের দিকে ছিল। তিনি বলেন, আমি নিকটে বসবাসের কারণে সেই ছোট্ট কক্ষে হুযূরের আসার অপেক্ষায় ছিলাম, এমতাবস্থায় হুযূর বায়তুদ্ দোয়া থেকে বাইরে আসেন এবং খাটের ওপরে আসন গ্রহণ করেন। আমাকে বলেন, মৌলভী সৈয়্যদ সরওয়ার শাহ্ সাহেবকে বলুন, আমাদের জন্য যেন এখানে কিছু খাবার নিয়ে আসেন। সেই সময়ে অতিথি এসেছিলেন, তাই খাবার একসাথে রান্না করা হতো, আর এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ছিল সরওয়ার শাহ্ সাহেবের ওপর। তিনি বলেন, আমি গিয়ে নির্দেশ পৌঁছে দিই, ঠিক সেই সময়েই আমরা খাবার খাওয়া শেষ করেছিলাম। বড়োজোর দশ মিনিট পার হয়ে থাকবে, কিন্তু কোনো খাবার অবশিষ্ট ছিল না। *দশ মিনিটের মধ্যেই খাবার শেষ হয়ে গিয়েছিল, কারণ সবাই খাবার খেয়ে নিয়েছিল।* তিনি বলেন, আমি এ বার্তা পৌঁছালে তা শুনে মৌলভী সরওয়ার শাহ্ সাহেবের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। যাহোক, তিনি একটি ছোটো পেয়ালায় দুধ নেন এবং একটি পিরিচে তিনটি টোস্ট আর চিনি নিয়ে আসেন। তার মুখ মলিন ছিল; তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ ছিলেন, কারণ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) খাবার চেয়েছেন অথচ খাবার নেই। তিনি নিবেদন করেন, হুযূর! এই মুহূর্তে অন্য আর কোনো খাবার নেই। যুলফিকার আলী খান সাহেব বলেন, আমি অত্যন্ত বিস্মিত হই যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জন্য খাবার রাখা হয় নি, এটি কেমন ব্যবস্থাপনা! হুযূর (আ.) পরম কৃতজ্ঞতার সাথে যা তাঁর চেহারায় সুস্পষ্ট ছিল– লোকদেখানো বা কৃত্রিম কৃতজ্ঞতা নয়, বরং কৃতজ্ঞচিত্তে যা তাঁর চেহারা থেকেও প্রকাশ পাচ্ছিল– সেই টোস্ট দুটিতে চিনি লাগিয়ে খেয়ে নেন এবং তারপর পানি পান করেন। তিনি (রা.) বলেন, তখন আমার মনে হলো, আল্লাহ্ তা'লা এই ভুলটি এজন্যই ঘটতে দিয়েছেন যেন এর মাধ্যমে হুযূরের ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা এবং মর্যাদা বিশ্ববাসীর সামনে প্রকাশ পায়। *সাহাবীরা (রা.) ছোটোখাটো বিষয়ও লক্ষ্য করতেন।*

৭ই আগস্ট, ১৯০০ সালে হুযূর (আ.) হযরত নবাব মুহাম্মদ আলী খান সাহেবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে একটি পত্র লিখতে গিয়ে বলেন; তিনি কিছু কাপড় উপহার পাঠিয়েছিলেন, (হুযূর লেখেন), **আপনার চমৎকার ও উন্নত পোশাকের উপহার, যা আপনি ঐকান্তিক ভালোবাসা ও নিষ্ঠার সাথে প্রদান করেছেন– তা আমি পেয়েছি; আমি এর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রতিটি পোশাক দেখে মনে হয়, আপনি অত্যন্ত পরিশ্রম করে ও নিষ্ঠার সাথে সেগুলো তৈরি করিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা এর বিনিময়ে স্বীয় অসীম ও অফুরন্ত আশিস ও কৃপা আপনার প্রতি বর্ষণ করুন এবং তাকওয়ার পোশাকে আউলিয়া ও পুণ্যবানদের রঙে পূর্ণরূপে রঙিন করে সম্মানিত করুন।** *তাঁকে (আ.) বাহ্যিক পোশাক দিয়েছিলেন, তখন তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পাশাপাশি এর উত্তরে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে পূর্ণরূপে তাকওয়ার পোশাকে সজ্জিত করুন এবং পুণ্যবানদের আদর্শে সম্মানিত করুন।*

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত মুনশী আহমদ জান সাহেবকে প্রেরিত তাঁর এক পত্রে লেখেন, আমার শ্রদ্ধেয়, সম্মানিত ভাই মুনশী আহমদ জান সাহেব, সাল্লামাহুল্লাহু তা'লা ওয়া জাযাকুমুল্লাহু খাইরাল জাযা। আসসালামু আলাইকুম। আপনার প্রীতিপত্র পৌঁছেছে। খোদা তা'লার অনুগ্রহরাজির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শেষ করা যায় না, যিনি এই অধম দাসকে এমন আন্তরিক সব বন্ধু দিয়েছেন, যাদের অস্তিত্ব এই নগণ্য ব্যক্তির জন্য সম্মান ও গর্বের কারণ। খোদা তা'লা আপনাকে সুখী ও আনন্দিত রাখুন এবং আপনাকে এই আন্তরিক মনোভাবের পুরস্কার দান করুন। *পরম বিনয়ের সাথে তিনি বলছেন,* এই অধম চরম অকর্মণ্য

ও তুচ্ছ, আর এটি পরম দয়ালু খোদার একান্ত কৃপা ও অনুগ্রহ যে, কোনো অধিকার না থাকা সত্ত্বেও তিনি এই অযোগ্য ব্যক্তির ওপর অগণিত অনুগ্রহবারি বর্ষণ করছেন। *হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যে মর্যাদা ছিল তা লক্ষ করুন এবং এরপর তাঁর বিনয় দেখুন! তিনি (আ.) বলেন,* আমি কেবল নিজের একের পর এক ত্রুটিই দেখতে পাই, আর আল্লাহ্ তা'লা কেবল অনুগ্রহের পর অনুগ্রহই করতে থাকেন, আর তিনি অন্যায়ের পর অন্যায় দেখেন অথচ একাধারে পুরস্কারই দিতে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও কৃপালু। এমন ভাষা কোথায় পাব যা দিয়ে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব? এই অধম অতি তুচ্ছ, হীন, রিক্তহস্ত এবং একেবারে কপর্দকশূন্য। তিনি আমাকে ধুলোর মাঝে পেয়েছেন এবং তুলে নিয়েছেন, এবং আমাকে সম্পূর্ণ অযোগ্য পেয়েছেন আর আমার দোষক্রটি ঢেকে রেখেছেন। আমার দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে তিনি স্বয়ং আমাকে শক্তি প্রদান করেছেন এবং আমার নির্বুদ্ধিতা দেখে তিনি স্বয়ং আমাকে জ্ঞান দান করেছেন। আমার প্রতি তিনি এত বেশি অনুগ্রহ করেছেন যা আমি গণনা করে শেষ করতে পারব না। আর তাঁর অনুগ্রহরাজিরই একটি বিকাশ হলো, আপনার মতো শ্রদ্ধেয় ভাইদের অন্তরে এই অধমের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। *সাহায্যকারীদের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ধরনটি কেমন দেখুন!* অতএব, তাঁর অনুগ্রহরাজির কাছে প্রত্যাশা হলো, তিনি এই হৃদ্যতাকে অর্থাৎ ভালোবাসাকে বৃদ্ধি করবেন এবং তিনি সেসব মানুষের প্রতি কৃপা করবেন যাদেরকে এই মালায় গ্রথিত করেছেন। *এই পত্রটি লেখার পর কোনো এক বুযুর্গের এই পঙক্তিটি (তাঁর প্রতি) ইলহাম হিসেবে অবতীর্ণ হয়,*

ہرگز نمیرد آں کہ دلش زندہ شد بہ عشق

ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما

যার হৃদয় ভালোবাসার স্পর্শে জীবিত হয়েছে, সে কখনো মরে না। পৃথিবীর বুকে আমাদের চিরন্তন জীবনের কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে গেছে।

এক চিঠিতে তিনি হযরত কাযী যহুর উদ্দীন আকমল সাহেবের উদ্দেশ্যে লিখেছেন, উপহার হিসেবে প্রেরিত আপনার তিনটি পুস্তকই হস্তগত হয়েছে। আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন, আমি তিনটিই একটু একটু করে দেখেছি। লেখাগুলো চমৎকার ও যুক্তিপূর্ণ। আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন, আমীন। সুযোগ অনুযায়ী উপযুক্ত সময়ে এগুলো আপনার প্রকাশ করা উচিত, যেন দ্বিগুণ সওয়াব লাভ হয়।

একইভাবে ডাক্তার খলীফা রশীদ উদ্দীন সাহেবকে লেখা এক চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, প্রিয় ভাই ও ধর্মবন্ধু! ডাক্তার খলীফা রশীদ উদ্দীন সাহেব সাল্লামাহুল্লাহু। *ডাক্তার খলীফা রশীদ উদ্দীন সাহেব ছিলেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-র শ্বশুর এবং হযরত উম্মে নাসের (রা.)-র পিতা। তিনি (আ.) লিখেছেন,* আমার প্রিয় ভাই ডাক্তার খলীফা রশীদ উদ্দীন সাহেব! আসসালামু আলাইকুম। আপনার পাঠানো ৫০ রুপি আমার কাছে পৌঁছেছে। এমন এক সংকটময় প্রয়োজনের মুহূর্তে– যখন নোংরা প্রকৃতির হিংসুকরা আদালতে আমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে রেখেছে– আপনার এ ধারাবাহিক আর্থিক সহযোগিতা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও কৃতজ্ঞতা পাবার যোগ্য। জাযাকুমুল্লাহু খাইরাল জাযা। তিনি বলেন, এবার মামলার তারিখ ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৯। তিনি বলেন, সম্ভবত রবিবার ঈদ হবে, আবার পরদিন সোমবার পাঠানকোট আদালতে মামলা উপলক্ষ্যে যেতে হবে। বাকি আল্লাহ্ ভালো জানেন। *কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি বলেন,* আমি সংকল্প করেছি, কিছু সময় আপনার জন্য দোয়া

করব; আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে বিচ্ছেদ ও বিরহ থেকে বাইরে আনুন। *কারণ তিনি দূরবর্তী অঞ্চলে কর্মরত ছিলেন এবং সেখান থেকে আসতে চাইতেন।* তিনি আরও বলেন, আমীন! আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে নিরাপত্তা দিন আর সে অবস্থা কাটিয়ে ওঠার তৌফিক দান করুন। আমীন, সুম্মা আমীন!

একইভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত সাহেবযাদা সিরাজুল হক সাহেবকে লেখা এক চিঠিতে উল্লেখ করেন, আমার শ্রদ্ধেয় ভাই সাহেবযাদা সিরাজুল হক সাহেব! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনার পত্র এবং আপনার পাঠানো উপহার পাগড়ি এবং আতর আমার কাছে পৌঁছেছে। *দেখুন! সামান্য জিনিস– সেজন্যও চিঠি লিখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন।* আপনার এ বন্ধুত্বপূর্ণ উপহারের জন্য আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ, جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرَ الْجَزَاءِ وَأَحْسَنَ عَلَيْكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْعُقْبَى। আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে অনেক সুখে রাখুন এবং জাগতিক ও ধর্মীয় সমস্ত কষ্ট থেকে রক্ষা করুন। *কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পাশাপাশি তিনি সকলের ধর্মীয় অগ্রগতির জন্যও দোয়া করতেন।*

সৈয়দ মাহমুদ আলম সাহেব বর্ণনা করেন, হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব বলতেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন আরবী ভাষায় ঈদুল আযহার খুতবা প্রদান করেন, পরবর্তীতে তাঁকে সেই সময়কার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ফেরেশতারা আমার সামনে বড়ো বড়ো হরফে লেখা ফলক নিয়ে আসত, যা দেখে দেখে পাঠ করতাম। একটি ফলক আসত এবং আমি যখন তা শুনিয়ে ফেলতাম তখন দ্বিতীয়টি আসত আর প্রথমটি সরে যেত। এভাবে একের পর এক ফলক আসার ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। যখন কোনো লিপিকার কিছু জিজ্ঞেস করত– *অর্থাৎ লিপিকার পুনরায় জানতে চাইতেন, কারণ তিনি দুইজন লোককে লেখার জন্য প্রস্তুত করে বসিয়েছিলেন; তিনি বলেন,* তখন সেই চলে যাওয়া ফলকটি আবার ফিরে আসত, যা দেখে আমি পুনরায় বলে দিতাম। খুতবা শেষ হলে তিনি কৃতজ্ঞতামূলক সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। উপস্থিত সবাই তাঁর সাথে কৃতজ্ঞতামূলক সিজদা আদায় করেন। সিজদা থেকে মাথা তুলে হযরত আকদাস (আ.) বলেন, এখন আমি লাল অক্ষরে 'মুবারক' শব্দ লেখা দেখলাম। এটি সম্ভবত কবুলিয়তের একটি নিদর্শন।

হযরত মিয়াঁ ফিরোয দ্বীন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আকদাস (আ.) মীর হুসামুদ্দীন সাহেবের ঘরের ছাদে বসে 'লেকচার সিয়ালকোট' লিখেছিলেন। চার দেয়ালের ওপর চারটি দোয়াত রাখা ছিল। ছোটো দেয়াল ছিল, তার ওপরে দোয়াতগুলো রাখা ছিল। তিনি লিখতে লিখতে পায়চারি করতেন এবং পায়চারি করতে করতেই লিখে ফেলতেন। তিনি বলেন, আনুমানিক আসরের সময় ছিল; হুযূর পায়চারি করতে করতে লিখছিলেন এবং মাঝে মাঝে তিনি সিজদায় লুটিয়ে পড়তেন। *অর্থাৎ, সে মুহূর্তে হয়ত আল্লাহ্ তা'লা কোনো বিশেষ বিষয় বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, যার জন্য তিনি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সিজদা আদায় করছিলেন; লিখতে লিখতে হঠাৎ থেমে গিয়ে তিনি সিজদায় চলে যাচ্ছিলেন।* তিনি বলেন, এ পুরো দৃশ্য আমরা আমাদের ঘরের ছাদে দাঁড়িয়ে দেখেছি এবং আরও অনেক মানুষ আমাদের ঘরে এ দৃশ্যটি দেখার জন্য জমা হয়েছিল। আমাদের বাড়িটি ঐ বাড়িটির কাছাকাছি এবং উঁচু ছিল, ফলে পুরো দৃশ্যটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল যে, কীভাবে তিনি বই লিখছেন এবং একইসাথে কীভাবে আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতাও আদায় করছেন।

তাঁর (আ.) কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে একজন সাহাবী হযরত খায়ের উদ্দীন সাহেব (রা.) বলেন, একবার আমাদের গ্রাম কাদেরাবাদে হযরত মসীহ্ মওউদ

(আ.) আসেন। তখন আমার মা তাজ বিবি সাহেবা এক থালা চিনি উপহার দেন। হুযূর সেই চিনি দাদির ঝোলায় ঢেলে দেন; *তখন তার দাদি সেখানে বসা ছিলেন, তাকে তা দিয়ে দেন* এবং জাযাকুমুল্লাহ্ বলেন আর আমাদের জন্য দোয়া করেন। *এভাবে তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিসের জন্যও তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন।*

হাজী মুহাম্মদ দ্বীন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে আমি জানতে পারি, কোনো বিশেষ কারণে তিনি সিয়ালকোট আসছেন। নির্ধারিত তারিখে আমিও দর্শনলাভের আগ্রহে সেখানে পৌঁছে যাই। হুযূর একটি বাড়ির দোতলায় অবস্থান করছিলেন এবং একদল অনুরাগী ভক্ত একটিবার দর্শন লাভের আশায় নীচে অপেক্ষা করছিল। এমন সময় তিনি নীচে নেমে আসেন এবং উপস্থিত সকলকে দর্শনলাভের সুযোগ দান করেন। একজন বৃদ্ধ লোক হুযূরের সাথে সাক্ষাতের সময় হাউমাউ করে কেঁদে ফেলেন। হুযূর তাকে সান্ত্বনা দিয়ে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন। তিনি নিবেদন করেন, হুযূর! আমি হযরত ইমাম মাহদীর আগমন পর্যন্ত বেঁচে থাকার জন্য দোয়া করতাম। হুযূর বলেন, বাবাজি! তাহলে তো আল্লাহ্ তা'লা আপনার দোয়া কবুল করেছেন। এতে তিনি খুব অনন্দিত হন এবং নিজের এক পৌত্রকে হুযূর (আ.)-এর সামনে এনে নিবেদন করেন, তার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিন এবং তার জন্য দোয়া করুন। হুযূর দোয়া করেন এবং ওপরে চলে যান। *এটি ছিল প্রেক্ষাপট; এখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে। আসল ঘটনাটি হলো,* হুযূর যখন ওপরে যাচ্ছিলেন, তখন ঘটনাচক্রে তাঁর একটি জুতা পা থেকে খুলে যায়, যা খুবই সাদামাটা ছিল। আমি সেটি তুলে নিজ হাতে তাঁর পায়ে পরিয়ে দিই। এতে হুযূর হাসিমুখে ও ভালোবাসাপূর্ণ বাক্যে 'জাযাকাল্লাহ্' বলেন এবং অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। *তিনি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার কোনো সুযোগই হাতছাড়া হতে দিতেন না।*

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত মুনশী রুস্তম আলী সাহেবকে প্রেরিত একটি চিঠিতে লেখেন, মুনশী রুস্তম আলী সাহেব সাল্লামাহু! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মিয়াঁ ইমাম উদ্দীন সাহেবের মাধ্যমে প্রেরিত আপনার ৫০ রুপি পৌঁছেছে। আপনি এবং চৌধুরী মুহাম্মদ বখশ সাহেব যে পরিমাণ চেষ্টা করেছেন– মহাপ্রতাপান্বিত ও সম্মানিত খোদা এর সর্বোত্তম প্রতিদান দিন এবং ইহকাল ও পরকালে সফলতা দান করুন। পত্র লেখা পর্যন্ত এখানে সব ধরনের কুশল রয়েছে। অর্থাৎ এরপর তিনি নিজের অবস্থার কথাও জানান। প্রতিটি কথায় এবং প্রত্যেকের কাছ থেকে প্রাপ্ত সামান্য কোনো জিনিস হলেও তিনি তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতেন।

আরেকটি ঘটনা হযরত মিয়াঁ মীরা বখশ সাহেব বর্ণনা করে বলেন, এই অধম আনুমানিক ১৮৯৭ বা ১৮৯৮ সালে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর কাছে বয়আত করি, কিন্তু নিজ পিতার কাছে বেশ কিছুকাল পর্যন্ত এই বিষয়টি প্রকাশ করি নি। অবশেষে আর কতদিন গোপন থাকতে পারে! রহস্য যখন ফাঁস হয়ে যায় তখন বাবা অধমকে স্পষ্ট জবাব দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেন যে, **তুমি আহমদী হয়ে গিয়েছ; এখন আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও!** এই অধম রিযকদাতা খোদার ওপর ভরসা করে পৃথক একটি দোকান ভাড়ায় নিয়ে নিই। অভাব-অনটন তো ছিলই, কিন্তু হৃদয়ে প্রবল আগ্রহ ছিল– যেভাবেই হোক, নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী হযরত আকদাস (আ.)-এর জন্য একটি পোশাক তৈরি করে, নিজের হাতে সেলাই করে– *যেহেতু তিনি পেশায় দর্জি ছিলেন*– তা হুযূরের সমীপে উপস্থাপন করব। এই চিন্তা থেকে তিনি বলেন, আমি একটি মসলিন কাপড়ের কুর্তা,

একটি লিনেন কাপড়ের সালোয়ার, একটি কালো রঙের কোট এবং একটি মসলিন কাপড়ের পাগড়ি কিনে নিজের হাতে সেলাই করে পোশাকটি তৈরি করে নিই এবং এদিক-ওদিক থেকে কাদিয়ানের ভাড়ার টাকা জোগাড় করে কাদিয়ান পৌঁছি। পরের দিন ছিল শুক্রবার; তাই আমার ধারণা ছিল, যদি সম্ভব হয় তবে এ অধম সামান্য এ উপহারটি আজই হুযূরের সমীপে পৌঁছে দিলে হয়ত হুযূর জুমুআর নামাযের পূর্বেই তা পরিধান করে এই গরিবের হৃদয়কে আনন্দিত করবেন। বস্তুত এই চিন্তাভাবনার মধ্যেই আমি কাযী যিয়াউদ্দীন সাহেবের দোকানে পৌঁছে যাই এবং তার কাছে আমার মনের ইচ্ছা প্রকাশ করি। তিনি তা শোনামাত্রই বলে ওঠেন, চলো মিয়াঁ, আমি তোমাকে হুযূরের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। সুতরাং তিনি তখনই উঠে আমাকে হযরত আকদাস (আ.)-এর কাছে নিয়ে যান। তখন হুযূর (আ.) একটি তক্তপোশের ওপর বসে কিছু লিখছিলেন এবং খাজা কামাল উদ্দীন সাহেব তক্তপোশের সামনে একটি চাটাইয়ের ওপর বসা ছিলেন। আমরা দুইজনও সেখানে খাজা সাহেবের কাছে বসে পড়ি। খাজা সাহেব জিজ্ঞেস করেন, এ সময়ে আপনারা কীভাবে এলেন? তখন কাযী সাহেব আমার ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেন। খাজা সাহেব কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর আমাকে সম্বোধন করে বলেন, কী বলো? আমি তোমার পক্ষে ওকালতি করব নাকি? খাজা সাহেব পেশায় আইনজীবী ছিলেন, তাই এই সুযোগেও তিনি তার পেশাদারি শব্দই ব্যবহার করেছিলেন। তিনি বলেন, তখন আমি বলি, এটি তো আপনার অশেষ অনুগ্রহ হবে। ওকালতি করে দিন। তখন খাজা সাহেব আমার কাছ থেকে সেই কাপড়গুলো নিয়ে হুযূর (আ.)-এর কাছে উপস্থাপন করেন এবং সেই সাথে এ-ও নিবেদন করেন, হুযূর! এই ছেলেটির ইচ্ছা হলো, আপনি যেন এই কাপড়গুলো পরে জুমুআর নামায পড়েন। খাজা সাহেবের এই কথা শুনে হুযূর দয়াপরবশ হয়ে কাপড়গুলো তুলে পরতে শুরু করেন। কিন্তু কোটটি পরার পর দেখা গেল সেটি খুব আঁটসাঁট। আমি নিবেদন করি, হুযূর, কোটটি অনেক বেশি আঁটসাঁট; যদি এটি খুলে দেন, তবে আমি এটি কিছুটা ঢিলা করে দেবো। *নিশ্চয় সেই সময় হুযূর সেখানে বসে তা পরিধান করেন নি, বরং সেই মুহূর্তেই নিজের কাজ ছেড়ে ভেতরে গিয়ে কাপড়গুলো পরে এসে থাকবেন।* তিনি বলেন, কোটটি যখন পরেন তখন তা খুব আঁটসাঁট ছিল, তাই হুযূর কোটটি খুলে আমাকে দিয়ে দেন। আমি বলি, আমি ঠিক করে দিচ্ছি, এটি কিছুটা আঁটসাঁট হয়েছে। তিনি বলেন, এরপর আমি দ্রুত উঠে তা নিয়ে বাজারে চলে যাই এবং একজন দর্জির দোকানে বসে কোটের পেছনের দিকের পুরো সেলাইটি খুলে ঢিলা করে দেই এবং পুনরায় হুযূরের কাছে উপস্থিত হই। এরপর হুযূর তা পরিধান করেন, কিন্তু তখনো কোটের বোতামগুলো হুযূরের ইচ্ছামতো সহজেই লাগছিল না, অর্থাৎ বন্ধ হচ্ছিল না। কিন্তু তবুও হুযূর আমার মনরক্ষার জন্য টেনেটুনে বোতামগুলো লাগিয়ে নেন এবং এই কাপড়গুলো আদৌ পরিধান করার যোগ্য কি না– সে বিষয়ে মোটেও ভ্রূক্ষেপ করেন নি। তিনি সেই অবস্থায়ই তা পরিধান করে উক্ত ছেলেটির– যে সবে নতুন আহমদী হয়েছিল এবং উপহার নিয়ে এসেছিল– তার অনুভূতির প্রতিও খেয়াল রাখেন এবং এরপর তাকে অনেক কৃতজ্ঞতা জানান।

হযরত মিয়াঁ সাইফুল্লাহ্ সাহেব বর্ণনা করেন, আমি একবার কাদিয়ান যাই। এক ব্যক্তি হযরত আকদাস (আ.)-এর সামনে পঞ্চাশ-ষাট টাকার একটি স্তূপ রেখে দেয়, কিন্তু হুযূর (আ.) সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করেন নি। *সাধারণত মানুষের দেওয়া উপহারের জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা জানাতেন, কিন্তু হয়ত এর পেছনে কোনো বিশেষ কারণ ছিল। তা সে যা-ই হোক, তিনি বলেন,* সেই ব্যক্তি নগদ টাকা দেয়, কিন্তু হুযূর কোনো মনোযোগ দেন নি। এমন সময় এক বৃদ্ধা– যে সম্ভবত হিন্দু ছিল, তার সাথে একটি শিশুও ছিল– সে একটি কাপড়ে এক

টুকরো গুড় বেঁধে নিয়ে এসেছিল; সেই নারী নিবেদন করে, হুযূর, এই বাচ্চাটি আপনার জন্য গুড়ের টুকরোটি নিয়ে এসেছে। হুযূর, এর জন্য দোয়া করুন! হুযূর বলেন, খুব ভালো কথা। তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং সেই শিশুটির হাত থেকে কাপড়সহ সেই গুড়ের টুকরোটি নিয়ে নিজের কাঁধের ওপর রেখে দেন। *এই গরিব শিশুটির কাছ থেকে সেই সামান্য উপহারটিও গ্রহণ করে তিনি এর অনেক কদর করেন, তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং তার জন্য দোয়াও করেন।*

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আহমদী সদস্যদের উদ্দেশ্যে এক পত্রে বলেন:

সবার প্রথমে আমার হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রবল আবেগ উদ্‌বেলিত হয়, যিনি আমার জামা'তকে সত্য সংকল্প, ভালোবাসা এবং সহানুভূতি দান করেছেন। যদি খোদা তা'লার কৃপা তাদের সাথে না থাকত তবে তাদেরকে কখনোই এই তৌফিক দেওয়া হতো না যে, তারা সাহাবীদের (রা.) পদাঙ্ক অনুসরণ করে এমন স্তরের আনুগত্য প্রদর্শন করবে যে, নিজেদের আর্থিক টানাপোড়েন এবং স্বল্প আয় সত্ত্বেও সামর্থ্যের চেয়ে বেশি আর্থিক সেবায় নিয়োজিত থাকবে। আমি দোয়া করি, খোদা তা'লা তাদের সবার ধনসম্পদে বরকত দিন এবং ধর্মীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা যে সাহায্য ও সহযোগিতা করছে, খোদা তা'লা তা উভয় জগতে তাদের জন্য কল্যাণের মাধ্যম করুন।

এরপর নসীহত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যাদের ওপর কৃপা করেছেন, এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপায় হলো, তাঁর সৃষ্টির সাথে অনুগ্রহ ও সদ্‌ব্যবহার করবে এবং খোদাপ্রদত্ত এই কৃপার কারণে অহংকার করবে না, আর বন্যদের মতো গরিবদের পিষে ফেলবে না। অর্থাৎ, গরিবদের সাহায্যের দিকেও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়ে তিনি (আ.) অনেক সময় মানুষের বিষয়াদি সম্পর্কে আগেই সংবাদ প্রদান করতেন, অথবা বিরোধীদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করে বলে দিতেন, তার সাথে এরূপ এরূপ ঘটনা ঘটবে। কিন্তু কখনো কখনো আল্লাহ্ তা'লার প্রজ্ঞার অধীনে সেগুলো পূর্ণ হতে কিছুটা সময় লেগে যেত। এমন পরিস্থিতিতে তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন এবং একথা ভেবে দোয়ায় রত হতেন যে, বিরোধীরা এটি নিয়ে শোরগোল শুরু করবে। কিন্তু যখন সেই বিষয়টি পূর্ণ হয়ে যেত, তখন তিনি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সাথে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে সিজদাবনত হতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

একবার আমি শরমপত ক্ষত্রিয়ের ভাই বিশ্বম্ভর দাস সম্পর্কে একটি ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলাম যে, তার বিরুদ্ধে যে ফৌজদারি মামলা দায়ের হয়েছে– তা থেকে সে বেকসুর খালাস পাবে না, তবে তার সাজার মেয়াদ অর্ধেক হয়ে যাবে। এরপর ঘটনাচক্রে যা ঘটে তা হলো, ভবিষ্যদ্‌বাণীতে পূর্বঘোষিত কথানুসারে বিশ্বম্ভর দাস যখন অর্ধেক সাজা ভোগ করে মুক্ত হয়, তখন তার স্বজনরা অপ্রত্যাশিতভাবে এটি প্রচার করে দেয় যে, বিশ্বম্ভর দাস বেকসুর খালাস পেয়ে গেছে। তখন ছিল রাতের বেলা এবং আমি আমাদের বড়ো মসজিদে নামায পড়ার জন্য গিয়েছিলাম। কাদিয়ানের বাসিন্দা মোল্লা আলী মুহাম্মদ নামের এক ব্যক্তি যখন মসজিদে এসে এটি জানায় যে, বিশ্বম্ভর দাস বেকসুর খালাস পেয়ে গেছে এবং বাজারে তাকে অভিনন্দন জানানো হচ্ছে, তখন এই খবর শোনামাত্রই আমি অত্যন্ত মর্মাহত হই। আমার হৃদয়ে এই ভেবে অস্থিরতা সৃষ্টি হয় যে, ধর্মান্ধ হিন্দুরা একথা বলে আক্রমণ করবে যে, 'তুমি তো খবর দিয়েছিলে– বিশ্বম্ভর দাস খালাস পাবে না। এখন দেখো, সে খালাস পেয়ে গেছে!' এই দুঃখে আমার কাছে নামাযের প্রতিটি রাকআত এক একটি বছরের সমান দীর্ঘ মনে হতে

থাকে। আর নামাযে কোনো এক রাকআতের পর আমি যখন সিজদায় গেলাম তখন আমার বেদনা চূড়ান্ত সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেল, তখন সিজদার অবস্থাতেই উচ্চস্বরে খোদা আমাকে সম্বোধন করে বলেন, لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى অর্থাৎ, তুমি বিন্দুমাত্র ভয় পেয়ো না, তুমিই বিজয়ী হবে। এরপর আমি অপেক্ষমান রইলাম যে, ভবিষ্যদ্বাণীটি কীভাবে পূর্ণ হবে। কিন্তু কোনো নিদর্শন প্রকাশিত হয় নি। আমি বারংবার শরমপতকেই জিজ্ঞেস করতাম, এটি কি সত্য যে, বিশ্বম্ভর দাস খালাস পেয়ে গেছে? তখন সে উত্তর দিত, প্রকৃতপক্ষেই সে খালাস পেয়ে গেছে। সেই হিন্দু বলে, আমার মিথ্যা বলার কী প্রয়োজন পড়েছে? এই গ্রামে যাকেই জিজ্ঞেস করতাম সে-ই বলত, আমরাও শুনেছি– সে খালাস পেয়ে গিয়েছে। এভাবে কমবেশি ছয়মাস অতিক্রান্ত হলো। দৃষ্কৃতকারী লোকেরা তাদের চিরন্তন অভ্যাস অনুযায়ী হাসিবিদ্রুপ করত। কিন্তু শরমপত ঠাট্টাবিদ্রুপ করত না। যার কারণে আমার বিশ্বাস ছিল, এখন সে আমার সাথে ভদ্রোচিত আচরণ করছে। কিন্তু তবুও আমি তার সম্মুখে লজ্জিত হতাম। আমি এতটা গুরুত্বের সাথে তাকে তার ভাইয়ের খালাস না হবার সংবাদ দিয়েছিলাম, কিন্তু এখন অবস্থা ভিন্ন!

কিন্তু তবুও আমি আমার খোদার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখতাম এবং আমার বিশ্বাস ছিল, খোদা কোনো অলৌকিক নিদর্শন দেখাবেন এবং খুব সম্ভব খালাস হবার পর পুনরায় আটক হবে। কিন্তু আমি জানতাম না, খালাসপ্রাপ্তির এই সংবাদটাই বানোয়াট।

এরপর ঘটনাচক্রে সকাল প্রায় আটটার সময় হাফেয হিদায়াত আলী নামে বাটালার একজন তহসীলদার সরকারি সফরে কাদিয়ানে আসে। কেননা কাদিয়ান বাটালা তহসীলের অধীনে ছিল। সে আমাদের বাড়িতে আসে আর তখনও ঘোড়া থেকেও নামে নি, এমন সময় কয়েকজন হিন্দু তাদের প্রথা অনুযায়ী তাকে সালাম করার জন্য আসে। তাদের মাঝে বিশ্বম্ভর দাসও ছিল। তখন তহসীলদার বিশ্বম্ভর দাসকে দেখে বলে, বিশ্বম্ভর দাস! আমি এতে আনন্দিত যে, তুমি বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়েছ; কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, তুমি খালাস পাও নি। আমি এ কথা শুনতেই কৃতজ্ঞতার সিজদা করি এবং তৎক্ষণাৎ শরমপতকে ডেকে বলি, তুমি কেন এতদিন পর্যন্ত বিশ্বম্ভর দাস খালাস পেয়ে গেছে বলে আমার কাছে মিথ্যা কথা বলেছ আর আমাকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দিয়েছ? সে উত্তরে বলে, একটি অপারগতায় এই মিথ্যা বলতে হয়েছে আর এর কারণ হলো, আমাদের গোত্রে বিবাহের সম্বন্ধের সময় ছোটো ছোটো বিষয়ে ছিদ্রান্বেষণ করা হয়। আর কারো দুশ্চরিত্র হওয়া প্রমাণিত হলে কনে পাওয়া কঠিন হয়ে যায়। এই অপারগতায় আমি বাস্তবতাবিরোধী কথা বলেছি ও প্রচার করেছি এবং মিথ্যা বলেছি।

হযরত আকদাস (আ.) নিজের একটি নিদর্শনের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, পণ্ডিত দয়ানন্দ ও তার অনুসারীদের ব্যাপারে একটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে যেটি সম্পর্কে অবহিত হওয়া দর্শকদের জন্য বৃথা হবে না। যদিওবা সেটি লিখলে কিছুটা দীর্ঘায়িত হবে, কিন্তু যারা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অনবহিত তাদের কল্যাণার্থে লেখা হচ্ছে। আর এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবার পূর্বে একটি অদ্ভুত বিপদ ও সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। *অর্থাৎ এখানেও তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশের উদ্দেশ্য হলো– ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব যেন প্রকাশ পায়, মহানবী (সা.)-এর পতাকা জগতে উড্ডীন হয়। তিনি (আ.) বলেন,* পরিশেষে কৃপালু খোদা এ সমস্ত বিপদাবলি দূর করে ১০ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ সোমবার এই ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ করেন।

এর বিস্তারিত বিবরণে তিনি লেখেন, ৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ বৃহস্পতিবার খোদা তা'লা প্রয়োজনের মুহূর্তে এই অধমের সান্ত্বনার জন্য নিজ বাণীর মাধ্যমে সুসংবাদ দেন– بیست ویک روپیہ آنے والے ہیں অর্থাৎ, একুশ রুপি আসতে যাচ্ছে। এই সুসংবাদে যে অদ্ভুত বিষয়টি ছিল তা হলো, যে অর্থ আসতে যাচ্ছে তার পরিমাণ বলে দেওয়া হয়েছিল। আর কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা সম্পর্কে অবগত করা আল্লাহ্ তা'লার বিশেষত্ব, অন্য কারো নয়। *এটি সাধারণ কোনো বিষয় নয়; সুনির্দিষ্ট অর্থের সংবাদ দেওয়া হচ্ছে যে, এত টাকা আসবে।* দ্বিতীয় অদ্ভুত বিষয় ছিল, এটি পূর্বের কোনো চাহিদা ব্যতীত ছিল। *অর্থাৎ, এর আগে এমন কোনো ধারণাই ছিল না।* কেননা সেই সুনির্দিষ্ট বইয়ের সাথে এই সংখ্যার কোনো সম্পর্ক ছিল না। সুতরাং এই সমস্ত আশ্চর্য ঘটনার কারণে ঘটনাটি ঘটার পূর্বেই এই ইলহাম কিছু আর্যকে জানানো হয়েছিল। এরপর ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ তারিখে গুরুত্বের সাথে বার বার ইলহাম হয়– بیست ویک روپیہ آئے ہیں যা থেকে বুঝা যায়, আজই এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা পাবে। ইলহাম হবার হয়ত তিন মিনিটও অতিবাহিত হয় নি, ওয়াজির সিং নামের এক অসুস্থ লোক আসে এবং এসেই এক টাকা নজরানা পেশ করে। যদিও চিকিৎসা করা এই অধমের পেশা নয় আর যদি দৈবক্রমে কোনো অসুস্থ ব্যক্তি এসে যায় তবে কেবল সওয়াবের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় ওষুধ দেওয়া হয়, আমি কখনো টাকা নিই না। *তিনি বলেন,* তবে তার কাছ থেকে এই টাকাটি নেওয়া হয়, কারণ সাথে সাথেই মনে হলো, এটিও সেই ভবিষ্যদ্বাণীর একটি অংশ; অর্থাৎ, একুশ টাকা আসার কথা ছিল।

এরপর পোস্ট অফিসে একজন নির্ভরযোগ্য মানুষকে এই উদ্দেশ্যে পাঠানো হলো– হয়ত অবশিষ্ট অংশটি পোস্ট অফিসের মাধ্যমে পূর্ণ হবে। পোস্ট অফিস থেকে পোস্টমাস্টার– যিনি একজন হিন্দু– উত্তরে বলেন, আমার কাছে ডেরা গাজী খান থেকে কেবল পাঁচ টাকার একটি মানি অর্ডার এসেছে, যার সাথে একটি কার্ডও সংযুক্ত আছে। তাই আমার কাছে এখনো টাকা আসে নি; যখন আসবে তখন দেবো। এই খবর শুনে ভীষণ আশ্চর্য হই আর এরূপ অস্থিরতা তৈরি হয় যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। *কারণ এখানে অমুসলিমদের সামনে তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণনা করছেন, যা দ্বারা ইসলামের সত্যতা প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন,* আমার ভেতরে চরম অস্থিরতা তৈরি হয়, যার ফলে এই অধম গভীরভাবে বেদনাপ্লুত হয় এবং ভাবতে থাকে, পাঁচ আর এক মিলে তো ছয় হলো, এখন একুশ কীভাবে হবে? হে আল্লাহ্, এটি কী হলো! সুতরাং এই ধ্যানের মাঝেই হঠাৎ পুনরায় এই ইলহাম হয়, بیست ویک آئے ہیں، اس میں شک نہیں 'একুশ এসেছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই'। এই ইলহামের পর দিনের অর্ধেকও অতিবাহিত হয় নি, সেদিনই এক আর্য যে পোস্টমাস্টারের প্রথম বক্তব্যটি শুনেছিল– সে পোস্ট অফিসে যায়। পোস্টমাস্টার তাকে কোনো সমস্যার কারণ উল্লেখ করে জানায়, আসলে একুশ টাকাই এসেছে, ইতোপূর্বে এমনিতেই মুখ দিয়ে বের হয়ে গিয়েছিল যে, পাঁচ টাকা এসেছে।

সুতরাং সেই আর্য ব্যক্তি একটি কার্ডসহ বিশ টাকা নিয়ে আসে যা অ্যাকাউন্ট্যান্ট মুনশী ইলাহি বখশ সাহেবের পক্ষ থেকে ছিল। পরে জানা যায়, সেই কার্ডটি মানি অর্ডারের কাগজের সাথে সংযুক্ত ছিল না। আরও জানা যায়, টাকা আগেই পৌঁছে গিয়েছিল এবং পোস্ট অফিসের রসিদের সূত্রে মুনশী ইলাহি বখশ সাহেবের লেখা থেকে এটিও জানা যায়, মানি অর্ডার ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ তারিখেই, অর্থাৎ যেদিন ইলহাম হয়েছিল সেদিনই কাদিয়ানে পৌঁছে গিয়েছিল।

ফলে পোস্টমাস্টারের সম্পূর্ণ বক্তব্য ভুল প্রমাণিত হয় এবং অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত মহান আল্লাহ্‌র সমস্ত কথা সত্য প্রমাণিত হয়। তাই এই বরকতমণ্ডিত দিনের স্মরণে এক টাকার মিষ্টি কিনে আর্যদের মাঝে বিতরণ করা হয়। *তিনি এরপর এই খুশিতে আর্যদের মিষ্টি খাইয়েছিলেন; কেননা তাদেরকে তিনি বলেছিলেন, 'দেখো, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এভাবে জানিয়েছেন।' এই খুশিতে তাই তাদের মিষ্টিও খাওয়ান।*

فالحمد لله على آلائه ونعمائه ظاهرها وباطنها

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লার প্রকাশ্য ও গোপন সকল নিয়ামতের জন্য সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা কেবল তাঁরই প্রাপ্য।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এমন কোনো জাতি নেই যাদের মাঝে আমার নিদর্শনসমূহ প্রকাশিত হয় নি এবং এমন কোনো সম্প্রদায় নেই যারা আমার নিদর্শনের সাক্ষী নয়। যদি এই নিদর্শনের সাক্ষীদের সংখ্যা দশ কোটিও বলা হয় তবে কোনো অতিরঞ্জন হবে না। কিন্তু বিরোধীদের অবস্থা দেখে কান্না পায়, কেননা তারা লাভবান হতে পারল না। যদি তাদের সামনে প্রদর্শিত এসব নিদর্শন হযরত ঈসা ইবনে মরিয়মের সময়ে ইহুদীদের দেখানো হতো, তবে *যেমনটি কুরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে,* **ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ** অর্থাৎ তাদের পেছনে লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে– একথার লক্ষ্যস্থলে পরিণত হতো না। আর যদি লূতের জাতি এই নিদর্শনগুলো প্রত্যক্ষ করত তবে তারা এক ভয়াবহ ভূমিকম্পের শিকার হয়ে মাটির নীচে চাপা পড়ত না। কিন্তু দুর্ভোগ সেসব হৃদয়ের জন্য যেগুলো পাথরের চেয়েও কঠোর প্রমাণিত হয়েছে এবং তাদের হৃদয়ের অন্ধকার অন্য সকল অন্ধকারকে ছাড়িয়ে গেছে। মূল বিষয় হলো, জগৎ যেখানে পার্থিব প্রতিটি উপকরণে উন্নতি লাভ করেছে, ঠিক একইভাবে কুফর ও অবিশ্বাসের ক্ষেত্রেও উন্নতি করেছে। সুতরাং এই ক্রমবর্ধমান কুফর দাবি জানায়, সাধারণ কোনো আযাব যেন তাদের ওপর অবতীর্ণ না হয়, বরং এমন আযাব অবতীর্ণ হয় যা পৃথিবীর সূচনা থেকে আজ অবধি অবতীর্ণ হয় নি। যাহোক, আমরা খোদা তা'লার প্রতি সহস্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, কারণ যে জ্যোতি বিরোধীরা গ্রহণ করে নি এবং অন্ধকারেই রয়ে গেছে, সেই একই জ্যোতি আমাদের দৃষ্টিশক্তি এবং মারেফাত (তথা তত্ত্বজ্ঞান) বৃদ্ধির কারণ হয়েছে।

হাকীকাতুল ওহী পুস্তকে তিনি (আ.) এই কথাগুলো লেখেন। খোদা তা'লা আমাদেরকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মর্ম অনুধাবন করার তৌফিক দান করুন, পাশাপাশি মহানবী (সা.)-এর সত্যনিষ্ঠ দাসের হাতে বয়আত গ্রহণের ফলে আমাদেরকে প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি ও মারেফাত দান করুন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)